কলকাতা সিরিজ

সঞ্জয় মৌলিক

১

কলকাতা আমাকে চোখ মারে।

রকমারি যতিচিহ্নের লোভে কতবার আমি
তার কাছে গেছি!

সে তখন উড়ালপুলের নীচে নিয়ে গিয়ে
শিখিয়েছে ফ্রেঞ্চকিস।
তারপর
মেট্রোরেলের লাইনে ফেলে দিয়ে গেছে–
সরল বিশ্বাসে লোকে যাকে ভেবেছে মরণঝাঁপ।

সে আমাকে সাঁকোর ওপর তুলে ব্রেক নাচিয়েছে।
তারপর
ময়লামাখা জিন্সের পকেটে একটা পিনকোড গুঁজে
টলতে টলতে আমি ফিরেছি মফস্সলে - হাত বাঁধা
খুনির ছন্দ-জ্ঞান ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে লোকে যাকে নগরীর
প্রসারতা বলেছে।

কখনও আমি চোখ মারিনি তোমাকে, তুমি সম্ভবত
আমার পেছনে পেছনে সেই কলকাতাকে দেখেছ!

২

তিনটে কলকাতা নিয়ে তিলোত্তমা
একটা কলকাতা।

তোমার কলকাতা।
আমার কলকাতা।
আর
সবার কলকাতা।

যে কোনো দুটো কলকাতার মধ্যে
নীচু প্রাচীর, লোহার দরজা, সরু রাস্তা
কলিংবেল, কুকুর হইতে সাবধান।

চেঁচিয়ে ডাকলে সাড়া দেবে
একটা কলকাতার মধ্যে আবার অজস্র কলকাতা।

কে না জানে ডাকিনির কণ্ঠে বহুস্বর
আর
সুন্দরীর থাকে অনেক হৃদয়!

৩

লক্ষ করুণ গভীর রাতে কলকাতার মধ্যে জাদুমন্ত্রে জেগে ওঠে
তিনটে গন্ডগ্রাম; তখন
ভারসাম্যহীন যুবক-যুবতী পায়চারি করে বহুতলের ছাদে।

লক্ষ করুন নীলকণ্ঠ পাখি উড়ে যেতে যেতে থামে
আলোকিত পার্কের বুড়ো বটগাছটাতে; আর
বালিশের পাশে তিনটি পালক মনে করায় যত
পুরাতন কলরব।

বালিকার অঙ্ককখাতা–জ্যামিতির পরিপাটি–কাঁটা-কম্পাসের
দিকে তাকিয়ে কমপ্ল্যান চাটছে কলম্বাস–সমুদ্রের
ছোটো বড়ো ঢেউ বিছানা ভেজাচ্ছে।

আরও লক্ষ করুন যক্ষ্মারোগীকে ত্বকের যত্ন বোঝাতে এসে
সাঁকো ভেবে আহ্লাদে শহীদ মিনারটাকে নাড়িয়ে গেলেন খোদ
হিলারি ক্লিন্টন
এখন
বাবুলগাম কি দিয়ে ফোলানোর চেষ্টা করবেন না।
হাতে ব্লেড নিয়ে এদিক-ওদিক ঘুরবেন না হাওড়া ব্রিজে।
পড়াশুনো ভালো না লাগলে বরং কলেজস্ট্রিটে চিৎ হয়ে যান।

পা ফেলুন ধীরে, সাবধানে–
প্রতিদিন ধ্বংস হচ্ছে কলকাতা, প্রতিদিন
পত্তন হচ্ছে কলকাতার!